দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

84

শিক্ষাঙ্গন

ভূগোলের পরিবর্তে কৃষি বিজ্ঞান

বিশ্বত্ব সূত্রে জানতে পারলাম যে, কতিপয় ব্যক্তি মাধ্যমিক পর্যায় হতে ভূগোল বিষয়টি বাধ্যতামূলক না রেখে কৃষি বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করার চিন্তা-ভাবনা করছেন। তারা কি ভেবে দেখেছেন যে, ভূগোলকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে স্থান দিলে আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ভৌগোলিক জ্ঞান থেকে বাঁদ পড়ে যাবে। এমনিতেই আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব। অতঃপর যদি বিষয়টিকে ঐচ্ছিক করা হয়, তাহলে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের ভৌগোলিক জ্ঞানের মারাত্মক ক্ষতি হবে। ভৌগোলিক জ্ঞান ছাড়া কোন দেশ কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারে না। পাক আমলে একবার ভূগোল বিষয়কে ঐচ্ছিক করায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিষয়টিকে বাদ দিয়ে এসএসসি পাস করতো। পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণ জ্ঞান, এমনকি বিদেশে আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞান হাস্যাস্পদে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকার বিষয়টিকে পুনরায় বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে স্থান দেয়। বিসিএস পরীক্ষাসহ সর্ব প্রকার প্রতিযোগিতামূলক, এমনকি বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিদেশে ভূগোল বিষয়কে একটি আন্তর্জাতিক বিষয় হিসাবে স্থান দিয়েছে। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন— দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ভূগোল বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক পাঠ্যসূচীতে রেখে এর আরও উন্নতি করা হউক।

—মোঃ হাবিবুর রহমান,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।

মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা

গত ৭-১১-৯৩ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে শিক্ষাঙ্গন কলামে প্রকাশিত "মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা পিছানোর দাবী" শীর্ষক বিষয়টির সাথে আমরা সম্পূর্ণ একমত। ওখানে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা মেডিকেল কলেজে ভর্তিচ্ছুক সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও ডিসেম্বর মাসে রয়েছে আমাদের মহান বিজয় দিবস। এর ফলে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান লেগেই থাকবে। তারপরও আবার রয়েছে সাফ গেমস। কিন্তু এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রেখেই কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করেছেন ১৭ ডিসেম্বর। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে ভর্তি পরীক্ষা এক মাস পিছানোর জন্য অনুরোধ করছি।

মিলন, ট্রফি,
নিউ পল্টন, আজিমপুর, ঢাকা।

মুড়াপাড়া ডিগ্রী কলেজ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এ-শিক্ষা থেকে অনেকেই সুযোগের অভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার অনেকে সুযোগ পেয়েও নিজেকে বঞ্চিত করছে। কাজেই সুযোগ-সুবিধার অভাবের কারণে শিক্ষার আলো থেকে জাতি যাতে বঞ্চিত না হয়, সে দিকে সাবাইকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

মুড়াপাড়া ডিগ্রী কলেজটি ১৯৬৬ সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সরকারীকরণের অপেক্ষায় থাকে। অথচ এর বহু পরে প্রতিষ্ঠিত অনেক কলেজকে সরকারী করা হয়েছে। রূপগঞ্জ থানার মধ্যে একটি মাত্র এ কলেজটি আর্থিক ও নানা প্রতিকূলতার কারণে আজ পর্যন্ত সেই তিমিরেই রয়ে গেল। কলেজটিকে সরকারী করার জন্য এলাকার জনসাধারণ অনেক কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী করেছিল ও কর্তৃপক্ষ কলেজটি সরকারী করার জন্য প্রতশ্রুতিও দিয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই রয়ে গেল।

তাছাড়া এখনও আমরা কলেজটি সরকারী করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের টালবাহনা লক্ষ্য করছি। কলেজটিকে সরকারী করা হলে কৃষক, শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষ সর্বোপরি সকল শ্রেণীর মানুষের ছেলে মেয়েরা অল্প খরচে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেত। তাই মুড়াপাড়া ডিগ্রী কলেজকে অনতিবিলম্বে সরকারী করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে জন্য আমরা সরকারের নিকট আবেদন করছি।

—এডভোকেট মোঃ হাছিবুর রহমান
গ্রামঃ ইছাখালী, থানা- রূপগঞ্জ,
জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষক নিয়োগ

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে সহকারী শিক্ষক/ শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারে যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক প্রার্থী তাদের মাস্টার ডিগ্রীর রেজাল্ট অফিসিয়ালভাবে না হওয়ার জন্য পরীক্ষা সমাপ্ত সার্টিফিকেট দিয়ে (এপিয়ার্ড) দরখাস্ত করেছে। কিন্তু তাদের এই এপিয়ার্ড সার্টিফিকেট দিয়ে দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য হবে কি-না সে ব্যাপারে তারা সংশয়ে ভুগছে। তাই আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি, যেন এপিয়ার্ড সার্টিফিকেট দিয়ে দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য হয় এবং প্রার্থীরা যাতে কার্ড পেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় অনেক বিভাগের ছাত্ররা রেজাল্ট অফিসিয়ালভাবে পেয়ে দরখাস্ত করেছে। আবার কোন কোন বিভাগের রেজাল্ট অফিসিয়ালী না হওয়ার জন্য তারা ভীষণ দ্বন্দ্বে পড়ে এপিয়ার্ড সার্টিফিকেট দিয়ে দরখাস্ত করেছে। তাই কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিনীত আবেদন— "এপিয়ার্ড সার্টিফিকেট" দিয়ে দরখাস্ত গ্রহণ করা হোক।

—নির্মল, প্রমথ,
হাজীপাড়া, ঠাকুরগাঁও।